বৃষ্টির জমা জলে মেসি ও রোনাল্ডোর জার্সি পরে ফুটবল খেলা। বিকে পাল পার্কে, শুক্রবার। ছবি: দীপক গুপ্ত

দক্ষিণের জল-যন্ত্রণা: স্থায়ী সমাধানের দাবি ৬ বিধায়কের

কাকলি মুখোপাধ্যায়

বর্ষা দোরগোড়ায়। দক্ষিণের ওয়ার্ডগুলোতে জল জমে বেহাল অবস্থা। এই পরিস্থিতিতে আপাতত জল জমলে দ্রুত নামানোর প্রস্তুতি রাখতে হবে। পোর্টেবল পাম্প-সহ নিকাশি নালাগুলো নিয়মিত পরিষ্কার রাখতে হবে। একই সঙ্গে ডেঙ্গি নিয়ে সতর্কতার ওপর জোর দেওয়ার আবেদন জানান বিধায়করা। সেই আবেদনের ভিত্তিতে পদক্ষেপ করা হবে বলে জানান পুর-কমিশনার স্মিতা পান্ডে। নিকাশি, কঠিন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা-সহ অন্যান্য দপ্তরের আধিকারিক থেকে কর্মীদের সজাগ থাকার নির্দেশ দিয়েছে পুর-প্রশাসন। শুক্রবার শরৎ সদনে প্রাক্-বর্ষা নিয়ে দক্ষিণ কলকাতার চার বিধায়ককে নিয়ে বৈঠক করে পুরসভা। বিধায়কদের অভিযোগ, দীর্ঘ দিন ধরে তাঁদের এলাকায় কাজের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। কাজের কাজ কিছুই হয়নি। কসবা, বেহালা, যাদবপুর এলাকায় জল-যন্ত্রণা এখনও একই রকম। বিধায়ক শর্বরী মুখার্জি জানান, নিকাশি, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা দপ্তরের আধিকারিক ও কর্মীদের সঙ্গে কথা হয়েছে। বর্ষা তো ঢুকেই গেছে। এক সপ্তাহের মধ্যে তো দক্ষিণের ছয় বিধানসভা এলাকার সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। তবে এবারের বর্ষা থেকে প্রস্তুতি শুরু করতে হবে, যাতে পরের বর্ষায় বাসিন্দাদের হেনস্থায় না পড়তে হয়। যদিও এ নিয়ে তৃণমূল কাউন্সিলরদের একাংশের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। তাঁদের অভিযোগ, বর্ষা, জরুরি পরিস্থিতি। এ সময়ে বোর্ড ভেঙে দেওয়া হয়েছে। এলাকার মানুষের অভাব-অভিযোগ শুনেও কাজ করা যাচ্ছে না। পুরসভার কাজে সহযোগি হিসেবে কাউন্সিলরদের রাখারও প্রস্তাব দেন কাউন্সিলররা।

২ মামলা প্রত্যাহার করল রাজ্য

আজকালের প্রতিবেদন

ভিন্‌রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকমৃত্যুর ঘটনায় উত্তপ্ত হয় মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা। সেই ঘটনার তদন্তভার এনআইএ-র হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেছিল তৎকালীন রাজ্য সরকার। রাজ্যে পালাবদলের পর শুক্রবার সেই মামলা প্রত্যাহার করল নতুন রাজ্য সরকার। ফলে বেলডাঙার ঘটনায় এনআইএ-র তদন্তে আর কোনও বাধা রইল না। তবে, এই মামলার তদন্তের ক্ষেত্রে ইউএপিএ আইন বলবৎ হবে কি না, তা বিচার করবে কলকাতা হাইকোর্ট। এদিন এনআইএ-র তরফে আইনজীবী ছিলেন অরুণ মাইতি।

বেলডাঙার অশান্তির ঘটনায় এদিন এনআইএ-কে ১০ দিনের মধ্যে সাপ্লিমেন্টারি রিপোর্ট জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চ। ওই রিপোর্টে জানাতে বলা হয়েছে, কী কী তথ্য এনআইএ-র হাতে উঠে এসেছে, যার ভিত্তিতে ইউএপিএ আইন বলবৎ করা যাবে। বেলডাঙায় অশান্তির ঘটনার পরবর্তী মামলার শুনানি ৩০ জুন হবে।

অন্যদিকে, মালদার মোথাবাড়িতে বিচারকদের ঘেরাও করার ঘটনায় এনআইএ-কে তদন্তের অগ্রগতি সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। মোথাবাড়ির ঘটনায় যাঁরা নিম্ন আদালত থেকে জামিন পেয়েছেন, তাঁদের কীসের প্রেক্ষিতে জামিন মঞ্জুর করা হয়েছে, তা জানতে চাওয়া হয়েছে। প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল এবং বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ বিষয়টি জানতে চেয়েছে। এ নিয়ে একটি রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে। মামলার পরবর্তী শুনানি ৩০ জুন।

পশ্চিমবঙ্গে আরও ৪ নতুন ‘আধার সেবা কেন্দ্র’ চালু

আজকালের প্রতিবেদন

পশ্চিমবঙ্গে চারটি নতুন ‘আধার সেবা কেন্দ্র’ চালু করল ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (ইউআইডিএআই)। নতুন কেন্দ্রগুলি হল হুগলির চুঁচুড়া, পূর্ব বর্ধমানের বর্ধমান, দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুর এবং পুরুলিয়া শহরে। আধার কেন্দ্রের সংখ্যা বেড়ে হল ১২। আগামী দিনে এই সংখ্যা বাড়িয়ে ২২ করার পরিকল্পনা রয়েছে ইউআইডিএআই-এর। নতুন আধার সেবা কেন্দ্রগুলিতে আধার কার্ড তৈরির পাশাপাশি নাম, ঠিকানা, জন্মতারিখের মতো তথ্য সংশোধন, বায়োমেট্রিক আপডেট, মোবাইল নম্বর ও ই-মেল আইডি পরিবর্তনের মতো বিভিন্ন পরিষেবা মিলবে। ইউআইডিএআই-এর রাঁচির আঞ্চলিক কার্যালয়ের ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল অখিলেশ কুমার গুপ্ত জানান, নতুন কেন্দ্রগুলি চালু হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের সুবিধা হবে। সপ্তাহের সাত দিনই সকাল সাড়ে ৯টা থেকে বিকেল সাড়ে ৫টা পর্যন্ত খোলা থাকছে। যে কোনও কাজের জন্য অনলাইনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করে আধার সেবা কেন্দ্রে আসতে হবে। আধার সেবা কেন্দ্র ছাড়াও ডাক বিভাগ, সিএসসি ই-গভর্নেন্স সার্ভিসেস এবং বিভিন্ন ব্যাঙ্কের মাধ্যমে আধার সংক্রান্ত পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে।

স্মার্ট মিটারের প্রতিবাদ

আজকালের প্রতিবেদন

সরকারি কর্মীদের বাড়িতে বিদ্যুতের স্মার্ট মিটার বসানোর নির্দেশের প্রতিবাদ জানাল পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী ইউনিয়ন (পিএসকেইউ) এবং অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন (অ্যাবেকা)। দুই সংগঠনের অভিযোগ, কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎমন্ত্রী জানিয়েছিলেন স্মার্ট মিটার বসানো বাধ্যতামূলক নয়। তারপরেও মুখ্যসচিব, সরকারি আবাসন, সরকারি কর্মীদের বাড়িতে স্মার্ট মিটার বসানোর নির্দেশ দিয়েছেন। অ্যাবেকার সাধারণ সম্পাদক সুব্রত বিশ্বাস জানিয়েছেন, কোনও প্রকল্প বাধ্যতামূলক হতে পারে না। বিদ্যুৎ আইনে স্মার্ট মিটার বাধ্যতামূলক বলা নেই। পিএসকেইউ-এর সাধারণ সম্পাদক শুভাশিস দাস জানিয়েছেন, স্মার্ট মিটারের খরচ কর্মীদেরই বহন করতে হবে। তাই এই নির্দেশ কর্মচারীদের ব্যক্তি পরিসরে অনুপ্রবেশ।

জেলাতেও স্পোর্টস মেডিসিন বিভাগ: ক্রীড়ামন্ত্রী

আজকালের প্রতিবেদন

স্পোর্টসের মতো স্পোর্টস মেডিসিনও পশ্চিমবঙ্গে অবহেলিত থেকেছে। যেভাবে খেলাধুলোর বিভিন্ন উৎকর্ষ কেন্দ্র করছি, সেভাবে স্পোর্টস মেডিসিনকেও বিশেষ জোর দেবে রাজ্য সরকার। স্পোর্টস মেডিসিন শুধু কলকাতা কেন্দ্রিক নয়, জেলাতেও গুরুত্ব পাবে। জানিয়েছেন রাজ্যের ক্রীড়া, যুবকল্যাণ ও উপভোক্তা বিষয়ক মন্ত্রী ডাঃ ইন্দ্রনীল খাঁ। শুক্রবার কলকাতায় ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স (আইসিসি) ও কাহো-র যৌথ উদ্যোগে কলকাতায় আয়োজিত হয় ‘স্পোর্টসমেড ২০২৬’ সম্মেলন। অনুষ্ঠানে রাজ্যের মন্ত্রী আরও বলেন, ‘আমাদের এখানে অনেক খেলোয়াড়কে আঘাত পাওয়ার পর স্পোর্টস মেডিসিনের অভাবে খেলোয়াড় হওয়ার স্বপ্নকে বিসর্জন দিতে হয়। সেই পরিস্থিতিতে স্পোর্টস মেডিসিনকে আমরা বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দিচ্ছি। সরকারি হাসপাতাল শুধু এসএসকেএমে স্পোর্টস মেডিসিন বিভাগ আছে। স্পোর্টস মেডিসিনের পরিষেবা শুধু এসএসকেএমে নয়, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে স্পোর্টস মেডিসিনের সুবিধা পাওয়া যাবে।’ আগামী দিনে রাজ্যের বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্পোর্টস মেডিসিন বিভাগ বা কোনও ইউনিট চালুর বিষয়ে পরিকল্পনা রয়েছে রাজ্য সরকারের।

কলকাতায় ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স ও কাহো-র যৌথ উদ্যোগে কলকাতায় আয়োজিত হয় ‘স্পোর্টসমেড ২০২৬’। সম্মেলনে রয়েছেন রাজ্যের ক্রীড়া, যুবকল্যাণ ও উপভোক্তা মন্ত্রী ডাঃ ইন্দ্রনীল খাঁ।

মন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, স্পোর্টস ইন্ডিয়া, ফিট ইন্ডিয়ার কেন্দ্রীয় প্রকল্প অবিলম্বে চালু হচ্ছে। আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়া খেলোয়াড়দের সহায়তার বিষয়টিও ভাবা হচ্ছে। খেলো ইন্ডিয়া চালুর কাজ শুরু করে দিয়েছি। বাস্তবে তার সুবিধা খুব তাড়াতাড়ি দেখতে পাবেন ক্রীড়াবিদরা। ক্রীড়া বিভাগে একটা আমূল পরিবর্তন হতে চলেছে। পর্যাপ্ত পরিকাঠামো পশ্চিমবঙ্গেই গড়ে তোলা হবে। পেশাগত সহায়তা, প্রশিক্ষণের জন্য কোচিং, সব ক্ষেত্রেই পরিবর্তন আসতে চলেছে। এদিনের অনুষ্ঠানে আইসিসি-র ন্যাশনাল হেল্‌থ কেয়ার কমিটির চেয়ারম্যান প্রশান্ত শর্মা, সদস্য সোমব্রত রায়, কাহো-র ভাইস প্রেসিডেন্ট ডাঃ শঙ্কর সেনগুপ্ত, সুপর্ণা সেনগুপ্ত, শুভ্রজ্যোতি ভৌমিক, ডাঃ শ্রীমন্ত শর্মার-মতো বিভিন্ন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং এনএসইআরসি কলকাতা সাই-এর রিজিওনাল ডিরেক্টর ইনচার্জ শিবানন্দ মিশ্র-সহ খেলাধুলো জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তি।

প্রয়াত যাত্রাভিনেত্রী বর্ণালী ব্যানার্জি

আজকালের প্রতিবেদন

প্রয়াত হলেন বিশিষ্ট যাত্রাভিনেত্রী বর্ণালী ব্যানার্জি। কিছুদিন যাবৎ অসুস্থ ছিলেন তিনি। গত প্রায় দেড় দশক যাত্রাজগৎ থেকে ছিলেন বহু দূরে। নদিয়ার বেথুয়াডহরিতে বোনের কাছে থাকতেন তিনি। শুক্রবার সেখানেই প্রয়াণ ঘটে এই অশীতিপর অভিনেত্রীর।

ছয়ের দশকের মাঝামাঝি পেশাদার যাত্রাজগতে বর্ণালী প্রবেশ করেন তরুণ অপেরায়। সেখানে ‘সোনাই দীঘি’ পালায় প্রথমে কেতকী পরে সোনাই চরিত্র দিয়ে তাঁর যাত্রাপথ শুরু। তবে এই দলে তাঁর প্রকৃত উত্থান শান্তিগোপালের পরিচালনায়। ‘হিটলার’ ও ‘লেনিন’

বর্ণালী ব্যানার্জি

পালায়। যথাক্রমে হিটলারের প্রেমিকা লুসি ও বিপ্লবী মেয়ে সাশার চরিত্রে। এরপর তিনি চলে আসেন লোকনাট্যে। সেখানে উৎপল দত্তের হাতে পড়ে ‘সন্ন্যাসীর তরবারি’তে দেবী চৌধুরাণীর চরিত্র করে নজর কেড়ে নেন। পরপর অভিনয় করেন ‘ঝড়’, ‘তুরুপের তাস’, ‘মুক্তিদীক্ষা’র মতো পালায়। স্বল্প লেখাপড়া সত্ত্বেও এই সমস্ত পালায় যেভাবে তিনি ইংরেজি, জার্মান বা ফরাসি সংলাপ বলে যেতেন অনর্গল শুধু শুনে শুনে মুখস্থ করে— তা বিস্মিত করার মতো। ‘ডাইনি’ পালায় তিনি করেছিলেন জোয়ান-অফ-আর্কের চরিত্র। ‘দেবী মালিনী’তে বাইজি, ‘গণদেবতা’তে স্বৈরিণী দুর্গা বা ‘মায়ের আঁচল’-এ হাই সোসাইটি কলগার্লের চরিত্র করার পরে ‘পাণ্ডবজননী কুন্তি’তে নামভূমিকায় বা অবসর নেওয়ার বছরে শ্রীচৈতন্যমাতা শচীদেবীর ভূমিকায় তাঁর অভিনয় ছিল স্মরণীয়। অভিনয়ের এই বৈচিত্রময়তার জন্য স্বয়ং উৎপল দত্ত তাঁর এই ছাত্রীকে পৃথিবীর অন্যতম সেরা মঞ্চাভিনেত্রীর মর্যাদা দিতেন। তাঁর অভিনয়ে বড় বড় দু’টি চোখের ব্যবহার যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা ভুলতে পারেন না আজও। দু’বার বিবাহ করেছিলেন দুই সহ-যাত্রাভিনেতা অনুপকুমার ও খোকন ব্যানার্জিকে। দু’জনেরই মৃত্যু মানসিক ভাবে যন্ত্রণার শিকার করে তুলেছিল তাঁকে। যাত্রা থেকে এর ফলে ধীরে ধীরে সরে যান তিনি।

পঞ্জাব নেশনল বৈংক ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon!

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সার্কল অফিস খড়্গপুর এসএএম ডিপার্টমেন্ট
৪ নং ফ্লোর, এমএস টাওয়ার-২, এইচপি পেট্রোল পাম্পের কাছে, অটওয়াল রিয়েল এস্টেট, ওটি রোড, ইন্দা, খড়্গপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন-৭২১৩০৫। ই-মেল: cokgpsam@pnb.bank.in

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬) ও ৯(১)-এর সংস্থানসমূহ-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-এর জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, এই ব্যাঙ্ক/সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত বিবরণযুক্ত এবং এই ব্যাঙ্ক/সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা গঠনমূলক/ বাস্তবিক/ প্রতীকী দখল নেওয়া নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-এর থেকে এই ব্যাঙ্ক/সুরক্ষিত ঋণদাতার পাওনা অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য নীচে লেখা তারিখে **‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যা কিছু আছে’ এবং ‘যেভাবে আছে’** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। নীচের টেবিলে প্রতিটি সম্পত্তির নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্য ও বায়না জমা (ইএমডি) উল্লেখ করা হয়েছে।

অ্যানেক্সার ‘বি’
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ক্রম নং	ক) শাখার নাম খ) অ্যাকাউন্টের নাম গ) ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের অ্যাকাউন্টের নাম ও ঠিকানা	বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ/ স্বত্বাধিকারীর নাম [সম্পত্তি(গুলি)র বন্ধকদাতাগণ]	ক) সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩(২) ধারাধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) বকেয়া অর্থাঙ্ক গ) সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩(৪) ধারাধীনে দখলের তারিখ ঘ) দখলের প্রকৃতি (প্রতীকী/ বাস্তবিক/ গঠনমূলক)	ক) সংরক্ষণ মূল্য খ) ইএমডি গ) বিড বাড়ানোর মূল্য	ই-নিলামের তারিখ ও সময় / সম্পত্তির ওপর সুরক্ষিত ঋণদাতার জানা দায়ের পরিমাণ
১	ক) বলরামপুর (১০৯৪২০) খ) **মেসার্স পয়ড়্যা পেপার হাউস** অ্যাকাউন্ট নং: ১০৯৪২৫০০২০১৩৫ গ) ঋণগ্রহীতা: মেসার্স পয়ড়্যা পেপার হাউস প্রোপ্রাইটর: অংশুমান পয়ড়্যা, পিতা- নিরঞ্জন পয়ড়্যা, গ্রাম- সবং বাজার, পোঃঅঃ ও থানা- সবং, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন-৭২১১৪৪ প্রোপ্রাইটর: মিঃ অংশুমান পয়ড়্যা, পিতা- নিরঞ্জন পয়ড়্যা, গ্রাম- সবং বাজার, পোঃঅঃ ও থানা- সবং, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন-৭২১১৪৪ জামিনদার ও বন্ধকদাতা: মিঃ নিরঞ্জন পয়ড়্যা, পিতা- বিহারীলাল পয়ড়্যা, গ্রাম- সবং বাজার, পোঃঅঃ ও থানা- সবং, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন-৭২১১৪৪	নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ির সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা ও থানা- সবং, সবং গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন-৭২১১৪৪, জে এল নং ২৯৩, খতিয়ান নং ২৩৪৩, এল আর প্লট নং ৪০৭৯, জমির পরিমাপ ৮.০০ ডেসিমেল (বাস্তু প্রকৃতির), ০৭.০৮.১৯৮৯ তারিখের দলিল নং ৩৫৭৫/১৯৮৯ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বধারক: মিঃ নিরঞ্জন পয়ড়্যা, পিতা- বিহারীলাল পয়ড়্যা। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর- ৬ ফুট চওড়া মোরাম রাস্তা; দক্ষিণ- অসীম প্রধানের বাড়ি; পূর্ব- রাস্তা, তার পরে পুকুর; পশ্চিম- বিবেক মাইতির বাড়ি।	ক) ১২.০৮.২০২১ খ) ₹৯,১৯,৭৩২.৫৩ তৎসহ উদ্ভূত সুদ, অন্যান্য চার্জ ও খরচ গ) ১০.১২.২০২১ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ₹১৩,১০,০০০.০০ খ) ₹১,৩১,০০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০	২৯.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা ৩০ মিনিট থেকে দুপুর ৩টে ৩০ মিনিট ব্যাঙ্কের জানা নেই
২	ক) জামনা (১৯৯৬০০) খ) **নাজমা বিবি** অ্যাকাউন্ট নং: ১৯৯৬০০এনসি০০০০১৩৮৮ গ) নাজমা বিবি, গ্রাম ও পোঃঅঃ- মল্লারপুর, থানা- পিংলা, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, জামনা, জেলা- মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭২১১৪০	সামান্য কমবেশি ৬.০০ ডেসিমেল জমি এবং অংশত দোতলা বাড়ি নিয়ে গঠিত ভূসম্পত্তির সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: গ্রাম ও মৌজা- মোহনপুর, জে এল নং ৪২, খতিয়ান নং ৩১২, এল আর ১৪৮ হাল, প্লট নং ৪১২, পোঃঅঃ ও থানা- পিংলা, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর। ১৩.১২.২০১১ তারিখে সম্পাদিত দলিল নং I-৪৭৬৬/২০১১ অনুযায়ী নাজমা বিবি, স্বামী- রুস্তম আলি-এর নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর- ডেবরা ময়না রোড; দক্ষিণ- মালিকানাধীন পুকুর; পূর্ব- গ্রামীণ রাস্তা, তারপরে শেখ আবদুল সামাতের বাড়ি; পশ্চিম- ওয়াজেদ মিস্ত্রির ফাঁকা জমি।	ক) ১২.১১.২০১৮ খ) ₹২০,৭৯,৩৯০.০০ তৎসহ উদ্ভূত সুদ, অন্যান্য চার্জ ও খরচ গ) ২২.০১.২০১৯ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ₹১৯,২৭,০০০.০০ খ) ₹১,৯২,৭০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০	২৯.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা ৩০ মিনিট থেকে দুপুর ৩টে ৩০ মিনিট ব্যাঙ্কের জানা নেই
৩	ক) আইআইটি খড়্গপুর (৩৮৭২০০), মালঞ্চ (০২৮০০০), কেশিয়াড়ি রোড (৩২০৭০০), রামপুর মোকরামপুর (০৬৯৮২০) অ্যাকাউন্ট নং: ৩৮৭২০০এনসি০০০০৯৬৬৮, ৩৮৭২০০এনসি০০০০৯৬৯৫, ০২৮০০০এনজি০০৫১৭৭৯, ৩২০৭০০কেইউ০০০০০২৭৯, ৩২০৭০০পিআর০০০২২৫৭০ এবং ০৬৯৮২০এনজি০০০০০০১৫ খ) **সৈকত রায় এবং ডালিয়া পাল** গ) ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা: সৈকত রায়, ফ্ল্যাট নং ৪ডি, ‘আনভি’, নিউ টাউন, ইন্দা, থানা- খড়্গপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭২১৩০৫ সহ-ঋণগ্রহীতা: ডালিয়া পাল, ফ্ল্যাট নং ৪ডি, ‘আনভি’, নিউ টাউন, ইন্দা, থানা- খড়্গপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭২১৩০৫	সামান্য কমবেশি ৭১২ বর্গফুট মাপের নিম্নোক্ত আবাসিক ফ্ল্যাটের সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: ফ্ল্যাট নং ৪ডি, ‘আনভি’, নিউ টাউন, মৌজা- ইন্দা, ইন্দা, থানা- খড়্গপুর (টি), সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭১২ বর্গফুট, বিল্ডিংয়ের উত্তর-পূর্ব ভাগে, ওয়ার্ড নং ০২ (পুরনো নং ০৩), হোল্ডিং নং ৫৮৭/১, মৌজা- ইন্দা, জে এল নং ২৩২, সি এস খতিয়ান নং ৩৮০, খতিয়ান নং (আর এস) ৯৫৭, এল আর কে বি স্টেজ খতিয়ান নং জে০১২০০৯, ৪১০, সি এস প্লট নং ৯২, আর এস প্লট নং ৯৯, এল আর প্লট নং ৬৭১ ও ৬৭২, তৎসহ এখানে উল্লিখিত ৪ নং ফ্লোরে অবস্থিত ফ্ল্যাট নং ৪ডি-এর সঙ্গে বিক্রি হতে চলা সামান্য কমবেশি ১২০ বর্গফুট মাপের একটি মাঝারি মাপের কার পার্কিং স্পেস, এডিএসআর- খড়্গপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭২১৩০৫। দলিল নং ০৬৮৮০/২০১৮ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বধারক: শ্রী সৈকত রায়। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর- কাঞ্চনের ফাঁকা জমি; দক্ষিণ- ১৮ ফুট চওড়া রাস্তা; পূর্ব- দেবাশিস দে সরকারের ফাঁকা জমি; পশ্চিম- ১৪ ফুট চওড়া রাস্তা।	ক) ০৯.০২.২০২৬ খ) ₹৪৯,৩৯,৪১৯.৫৯ তৎসহ উদ্ভূত সুদ, অন্যান্য চার্জ ও খরচ গ) ১৩.০৫.২০২৬ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ₹২০,৮০,০০০.০০ খ) ₹২,০৮,০০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০	১৫.০৭.২০২৬ সকাল ১১টা ৩০ মিনিট থেকে দুপুর ৩টে ৩০ মিনিট ব্যাঙ্কের জানা নেই

ই-নিলাম বিক্রির শর্ত ও নিয়মাবলি:
এই বিক্রয় সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-তে নির্ধারিত শর্ত ও নিয়মাবলির পাশাপাশি নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষে আয়োজিত হবে:

১. এই নিলাম ‘অনলাইন ই-নিলাম’ পদ্ধতিতে **https://www.baanknet.com** পোর্টালে পরিচালিত হবে।
২. আগ্রহী বিডারগণ/ক্রেতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যাতে তাঁরা নিজেদের মোবাইল নম্বর এবং ই-মেল আইডি ব্যবহার করে **https://www.baanknet.com** পোর্টালে রেজিস্টার করেন। পাশাপাশি, দরকারি কেওয়াইসি নথিগুলি আপলোডের জন্যও তাঁদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার দ্বারা এই কেওয়াইসি নথিগুলি যাচাইয়ের পর (২টি কাজের দিন লাগতে পারে) আগ্রহী বিডাররা/ক্রেতারা যথেষ্ট সময় বাকি থাকতেই **২৫.০৬.২০২৬ (ক্রম নং ১ ও ২-এর ক্ষেত্রে) এবং ১৪.০৭.২০২৬ (ক্রম নং ৩-এর ক্ষেত্রে)** তারিখের মধ্যে (ই-নিলামের নির্ধারিত তারিখের আগে) তাঁর/তাঁদের গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটের মাধ্যমে অনলাইন পদ্ধতিতে ইএমডি অর্থাঙ্ক স্থানান্তর করে দেবেন। এই রেজিস্ট্রেশন, কেওয়াইসি নথিসমূহ যাচাই এবং ওয়ালেটে ইএমডি স্থানান্তরের কাজগুলি নিলামের আগে যথেষ্ট সময় থাকতে করে রাখতেই হবে।
৩. ওপরে উল্লেখ করা বায়না জমা (ইএমডি) বিডারের গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে অনলাইনের মাধ্যমে ৩টি উপায়ে আদায় দেওয়া যাবে অর্থাৎ, এনইএফটি/ নগদ/ ট্রান্সফার **(https://www.baanknet.com** থেকে চালান জেনারেট করে নেওয়ার পর)। এনইএফটি ট্রান্সফার যে কোনও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের শাখা থেকে করা যেতে পারে। চেক-এর মতো অন্য কোনও উপায়ে এই ইএমডি জমা দেওয়া যাবে না। অনলাইনে ইএমডি জমা দেননি এমন বিডারদের এই ই-নিলামে অংশ নিতে দেওয়া হবে না। বায়না জমার ওপর কোনও সুদ দেওয়া হবে না।
৪. ই-নিলামের প্ল্যাটফর্ম **(https://baanknet.com) দেবে ই-নিলাম সার্ভিস প্রোভাইডার মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ, রেজিস্টার্ড অফিস: ১ নং ইউনিট, ৩ নং ফ্লোর, ভিআইওএস কমার্শিয়াল টাওয়ার, ওয়াডালা ট্রাক টার্মিনালের কাছে, ওয়াডালা ইস্ট, মুম্বই-৪০০০৩৭ (হেল্প ডেস্ক নম্বর: +৯১ ৮২৯১২ ২০২২০, ই-মেল আইডি: support.BAANKNET@psballiance.com)। ই-নিলাম সার্ভিস প্রোভাইডারের https://baanknet.com** ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আগ্রহী বিডারগণ/ক্রেতাগণ ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবেন। ই-নিলামের প্রশিক্ষণ/প্রদর্শন এই পোর্টালেই এই সার্ভিস প্রোভাইডার দেবে।
৫. বিক্রির সাধারণ শর্ত ও নিয়মাবলি সংবলিত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি নিম্নলিখিত ওয়েবসাইট/ওয়েব পেজ পোর্টালে দেওয়া আছে: **(১) https://www.baanknet.com; (২) www.pnbindia.bank.in**।
৬. ই-নিলামে অংশ নিতে আগ্রহীরা বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির কপি, ই-নিলামের শর্ত ও নিয়মাবলি, এই ই-নিলামের অপারেশনাল পার্টের হেল্প ম্যানুয়াল ইত্যাদি নথিগুলি BAANKNET পোর্টাল **(https://www.baanknet.com)** থেকে বিনামূল্যে ডাউনলোড করে নিতে পারেন।
৭. বিডিংয়ের সময় বিডারের ই-ওয়ালেটে যথেষ্ট অর্থাঙ্ক (ইএমডি-র সমান বা তার থেকে বেশি) জমা থাকতে হবে।
৮. ই-নিলামের সময় বিডাররা আপসমূলক বিডিংয়ে সর্বশেষ বিড অর্থাঙ্ক অপেক্ষা বেশি মূল্যের বিড দিতে অনুমতি পাবেন এবং সর্বশেষ সর্বাধিক বিডারের পেশ করা দরের ওপর ওপরে লেখা বিড বিবর্ধন অর্থাঙ্কের গুণিতকে পরবর্তী উচ্চতর বিড পেশ করতে হবে। পরবর্তী উচ্চতর বিড দাখিলের জন্য ১০ মিনিট সময় বরাদ্দ হবে এবং সর্বাধিক বিড জমা পড়ার পরবর্তী ১০ মিনিটের মধ্যে আর কোনও উচ্চতর বিড জমা না পড়লে ই-নিলাম বন্ধ হয়ে যাবে।
৯. এই বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি, ই-নিলামের শর্ত ও নিয়মাবলি, ই-নিলামের অপারেশনাল পার্ট ভাল করে পড়ে নেওয়ার দায়িত্ব আগ্রহী বিডার(গণ)-এর এবং তাঁদের এগুলি কঠোরভাবে মেনে চলতে বলা হচ্ছে।
১০. ই-নিলাম চলাকালীন কোনও সহায়তার দরকার হলে কিংবা কোনও সমস্যায় পড়লে আমাদের ই-অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ-এর অনুমোদিত প্রতিনিধির সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে, যার বিশদ তথ্যাবলি ই-অকশন পোর্টাল **https://www.baanknet.com**-এ দেওয়া আছে।
১১. অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা ই-নিলাম চূড়ান্ত হওয়ার পর কেবলমাত্র সফল বিডারকে উপরিলিখিত আমাদের ই-অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার দ্বারা এসএমএস/ই-মেলের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে (সার্ভিস প্রোভাইডারের কাছে সংশ্লিষ্ট বিডারের তরফে দেওয়া রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বর/ই-মেল ঠিকানায়)।
১২. নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্যের কমে সুরক্ষিত পরিসম্পদ বিক্রি করা হবে না।
১৩. সফল বিডারকে ইতিমধ্যে জমাকৃত ইএমডি অর্থাঙ্ক সমন্বয় করে বিড অর্থাঙ্কের ২৫% (পঁচিশ শতাংশ) একই দিনে অথবা পরবর্তী কাজের দিনের মধ্যে এবং বাকি অর্থাঙ্ক নিলামের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে **‘The Authorised Officer, Punjab National Bank, A/c** (অ্যাকাউন্টের নাম)’-এর অনুকূলে কোনও তফসিলভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক থেকে ব্যাঙ্কারস চেক/ ডিমান্ড ড্রাফ্টরূপে জমা দিতে হবে। ওপরে নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে এই অর্থাঙ্ক জমা দিতে ব্যর্থ হলে, সফল বিডার দ্বারা জমাকৃত যাবতীয় অর্থাঙ্ক এই ব্যাঙ্ক বাজেয়াপ্ত করবে এবং এই সম্পত্তি পুনরায় নিলাম/বিক্রি করার অধিকার অনুমোদিত আধিকারিকের থাকবে এবং এমন ক্ষেত্রে খেলাপকারী ক্রেতা ওই সম্পত্তি কিংবা সম্পত্তির বিক্রয়মূল্যের ওপর কোনও দাবি জানাতে পারবেন না।
১৪. সফল বিডার দ্বারা এই ব্যাঙ্ককে প্রদেয় বিক্রয়মূল্য ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট, ১৯৬১-এর ১৯৪-১এ ধারাধীনে টিডিএস সাপেক্ষ হবে এবং বিড অর্থাঙ্কের বাকি ৭৫% বা পুরো জমারাশি আদায় দেওয়ার সময় সফল ক্রেতাকে টিডিএস বাবদ অর্থাঙ্ক জমা দিতে হবে।
১৫. অনুমোদিত আধিকারিক সর্বাধিক বিড এবং/বা যে কোনও বিড গ্রহণে বাধ্য নন এবং কোনও কারণ না দেখিয়ে যে কোনও বা সমস্ত বিড বাতিল করা, এমনকি এই বিক্রির শর্তাবলি বদলানো, সংশোধন, বাতিল করার অধিকার সম্পূর্ণত বহাল রাখেন।
১৬. পুরো অর্থাঙ্ক বুঝে পাওয়ার পর উক্ত অ্যাক্টের সংস্থান অনুযায়ী সফল বিডারের অনুকূলে বিক্রয় সার্টিফিকেট ইস্যু করা হবে।
১৭. **‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যেভাবে আছে’, ‘যা কিছু আছে’** ভিত্তিতে সম্পত্তি বিক্রি হবে।
১৮. ওপরের তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তির বিবরণ অনুমোদিত আধিকারিক/ এই ব্যাঙ্কের সর্বশেষ জ্ঞান ও তথ্যানুসারের ভিত্তিতে উল্লিখিত। ঘোষণাপত্রে কোনও ভুল, অনুল্লেখ বা ত্রুটির জন্য অনুমোদিত আধিকারিক/ এই ব্যাঙ্ক জবাবদিহি করতে দায়বদ্ধ থাকবে না।
১৯. নিজেদের বিড জমা দেওয়ার আগে নিলামে তোলা পরিসম্পদ ও তার স্পেসিফিকেশন খতিয়ে দেখে নিঃসন্দেহ হয়ে নেওয়ার দায়িত্ব বিডারদের ওপরই বর্তাবে। প্রদত্ত তথ্যাবলি অনুযায়ী সম্পত্তি পরিদর্শনের জন্য বিডাররা ডিলিং অফিশিয়ালের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।
২০. সফল ক্রেতাকে ভারত সরকার বা পশ্চিমবঙ্গ সরকার বা অন্য কোনও আইনানুগ কর্তৃপক্ষের আইন মোতাবেক স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন ফি ইত্যাদির মতো কনভেয়ান্স চার্জ/ফি বহন করতে হবে।
২১. সরকার বা অন্য কোনও পক্ষের কাছে নিলাম হতে চলা সম্পত্তির ওপর ব্যাঙ্ক অবগত নয় এমন যে কোনও প্রকারের চার্জ, লিয়েন, দায় বা অন্য কোনও বকেয়ার জন্য অনুমোদিত আধিকারিক বা এই ব্যাঙ্ক দায়ী থাকবে না। সম্পত্তি সংক্রান্ত বিধিবদ্ধ দায়, বকেয়া সম্পত্তি কর, বকেয়া বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদি সম্পর্কে স্বাধীনভাবে নিজস্ব অনুসন্ধান করে জেনে নেওয়ার জন্য আগ্রহী দরদাতাদের প্রতি পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
২২. যথাযথ ইন্টারনেট সংযোগ, পাওয়ার ব্যাক আপ ইত্যাদির মতো বিষয়গুলি বিডারদের নিজেদেরই নিশ্চিত করে নিতে হবে। ইন্টারনেট ফেলিওর, পাওয়ার ফেলিওর বা টেকনিক্যাল কোনও কারণ বা ই-নিলামকে প্রভাবিত করতে পারে এমন কোনও কারণ/পরিস্থিতির জন্য এই ব্যাঙ্ক দায়ী থাকবে না।
২৩. প্রতিনিধি নিয়োগ করা এবং নিজেদের তরফে নিলামে অংশ নেওয়ার অধিকার এই ব্যাঙ্কের থাকবে। বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য এই ওয়েবসাইটগুলি দেখুন: **https://www.baanknet.com, www.pnbindia.bank.in**।
২৪. এই বিক্রি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর শর্ত ও নিয়মাবলি সাপেক্ষ হবে।
২৫. **এই নিলাম https://baanknet.com ওয়েবসাইটে দেওয়া ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে ২৯.০৬.২০২৬ (ক্রম নং ১ ও ২-এর ক্ষেত্রে) এবং ১৫.০৭.২০২৬ (ক্রম নং ৩-এর ক্ষেত্রে) তারিখে সকাল ১১টা ৩০ মিনিট থেকে দুপুর ৩টে ৩০ মিনিটের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা পরিচালিত হবে।**

তারিখ: ১৩.০৬.২০২৬
স্থান: সার্কল অফিস, খড়্গপুর

মিঃ প্রমোদ কুমার মাঝি
অনুমোদিত আধিকারিক
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, সুরক্ষিত ঋণদাতা, সার্কল অফিস, খড়্গপুর

সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর রুল ৮(৬)/ ৯(১) অধীনে ১৫/৩০ দিনের বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

Chola Enter a better life

চোলামণ্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড
কর্পোরেট অফিস:
‘চোলা ক্রেস্ট’, সি৫৪ এবং ৫৫, সুপার বি-৪, থিরু ভি ক ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, গিণ্ডি, চেন্নাই-৬০০০৩২, ভারত
রিজিওনাল অফিস: ৫৫ এবং ৫৫/১, চৌরঙ্গি রোড, ৪ নং ফ্লোর, চৌরঙ্গি কোর্ট, রবীন্দ্র সদনে নেহরু চিলড্রেন্স মিউজিয়ামের বিপরীতে, কলকাতা-৭০০০৭১, পশ্চিমবঙ্গ

রুল ৮(১)-এর অধীনে প্রতীকী দখল বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু:
মেসার্স চোলামণ্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের পাশে লেখা তারিখ সংবলিত দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পাওনা অর্থাঙ্ক ও উদ্ভূত সুদ আদায় দেওয়ার জন্য নীচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতাগণ-এর প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।
উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ দাবিকৃত অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতাগণ এবং জনসাধারণের প্রতি এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসের রুল ৮-সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের পাশে লেখা তারিখে কোম্পানির কাছে বন্ধক প্রদত্ত নিম্নবর্ণিত সম্পত্তির **প্রতীকী দখল** নিয়েছেন।
বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা নিম্নোক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও ধরনের লেনদেন নীচে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের পাশে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক, তদুপরি সুদ ও অন্যান্য চার্জ সমেত **মেসার্স চোলামণ্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড**-এর প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে।
উক্ত সিকিউরিটাইজেশন অ্যাক্টের ১৩(৮) ধারাধীনে বিক্রির প্রজ্ঞাপন জারির আগে যাবতীয় মাশুল, চার্জ ও খরচ সমেত বকেয়া অর্থাঙ্ক পুরোপুরি প্রদান করে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়িয়ে নিতে পারবেন।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা এবং লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	দখল নেওয়া সম্পত্তির বিবরণ	ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) অনাদায়ী বকেয়া অর্থাঙ্ক গ) প্রতীকী দখলের তারিখ
১.	**লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: ML01KGP00000097626** **হিমাংশু বেরা (আবেদনকারী),** শ্রীরামপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, শিয়ালসী পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭২১৪৩৬ **সরস্বতী বেরা (সহ-আবেদনকারী)** শ্রীরামপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- মোহনপুর শিয়ালসী, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭২১৪৩৬ **মা রেণুকা পান স্টোর (সহ-আবেদনকারী),** গ্রাম- শ্রীরামপুর, পাড়া- শ্রীরামপুর, থানা- মোহনপুর পোঃ- শিয়ালসী, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ- ৭২১৪৩৬	সামান্য কমবেশি ৫ ডেসিমেল অর্থাৎ ২১৭৮ বর্গফুট বাস্তু জমি এবং তার ওপর অবস্থিত কাঠামো সহ অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- শ্রীরামপুর, আর এস এবং এল আর দাগ নং ৬৬২, এল আর খতিয়ান নং ৭২ বর্তমানে ৯৫৫, জে এল নং ৩৮০, শিয়ালসী গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, থানা- মোহনপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন- ৭২১৪৩৬। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর- মালিকের জমি; দক্ষিণ- সাধারণ প্যাসেজ; পূর্ব- মালিকের অ্যাসবেসটস শেড; পশ্চিম- ধীরেন মাইতির একতলা বিল্ডিং।	ক) ০৯.০৩.২০২৬ খ) ₹২১,২৮,৯৯৬.০০ ০৯.০৩.২০২৬ অনুযায়ী (একুশ লক্ষ আঠাশ হাজার নশো ছিয়ানব্বই টাকা মাত্র) এবং উদ্ভূত সুদ গ) প্রতীকী দখলের তারিখ: ১২.০৬.২০২৬

তারিখ: ১৩.০৬.২০২৬
স্থান: পশ্চিম মেদিনীপুর (পশ্চিমবঙ্গ)

অনুমোদিত আধিকারিক
চোলামণ্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড